আমাদের বিদ্যালয়
8:08 PM

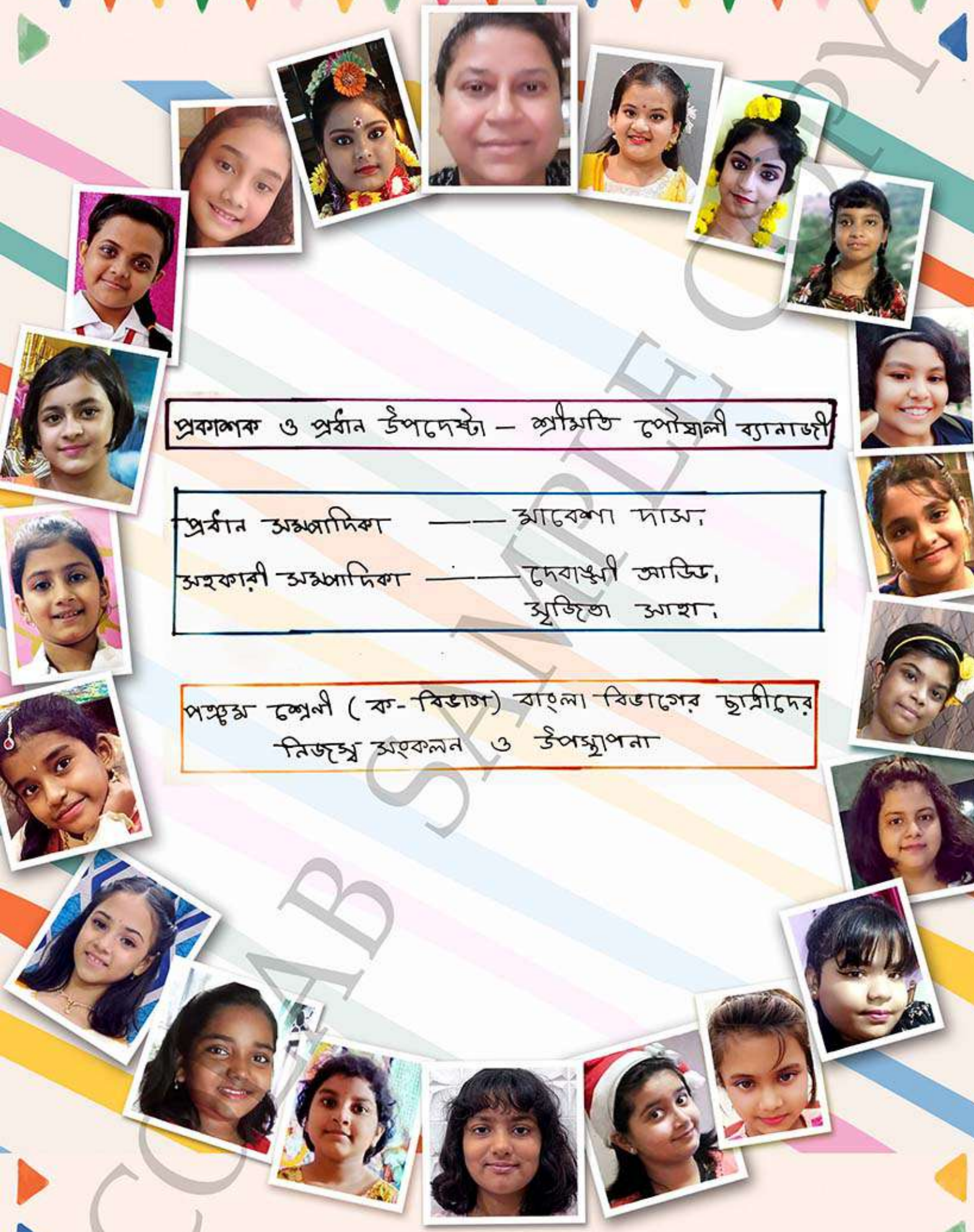

প্রকাশক ও প্রধান উপদেষ্টা — শ্রীমতি পৌষালী ব্যানার্জী

প্রধান সম্পাদিকা —— আবেশা দাস।

সহকারী সম্পাদিকা —— দেবাঙ্কী আড্ডি।
সৃজিতা সাহা।

পঞ্চম শ্রেণী (ক-বিভাগ) বাংলা বিভাগের ছাত্রীদের
নিজস্ব সংকলন ও উপস্থাপনা

COLLAB SAMPLE COPY

সম্পাদিকার কলম

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো"

— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিগত দুই বছর ধরে এক মহামারীর সাথে যুদ্ধ করে আমরা নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত। আজ সবাই বুঝতে পারছি সত্যি বড় ভুল হয়ে গেছে। প্রকৃতি মায়ের প্রতি আমরা খুব বেশি অত্যাচার করে ফেলেছি শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায়। তাই তো আজ চারিদিক থেকে শুধু অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে কিন্তু আর দেরি নয়। এবার আমরা সবাই আবার এক রোগহীন, সুন্দর, সবুজ, নির্মল পৃথিবীতে ফিরতে চাই — আর আমাদের ছোটদের মধ্যে সবথেকে বেশি চাওয়া দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা নেই, খেলা নেই, হাসি নেই..... এই দমবন্ধ পরিস্থিতিতে হাঁফিয়ে উঠেছি আমরা।

এই অবস্থার মাস দু-এক আগে একদিন বাংলা ক্লাসে মিস্ পৌষালি ব্যানার্জী যখন বললেন এই বছর আমাদের ক্লাসের পক্ষ থেকে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করা হবে, সত্যিই সেদিন যেন খুশির ঝলক ছুঁয়ে গেল আমাদের মনকে। মিস্ ব্যানার্জী বললেন এই পত্রিকা হবে আমাদের মনের আয়না। সত্যি কথা বলতে প্রথমে সবাই একটু ভয় পেয়েছিলাম, কি করে হবে এত বড় কাজ? কিন্তু মিস্ যখন সাহস দিলেন, আর আমরা সবাই মিলে নেমে পড়লাম কাজে, দেখলাম সত্যি এযেন মাজিক। আমরা ছোটরা ও পারি কোনো সুন্দর প্রয়াসকে সার্থক করতে। আমাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য মিস্

পৌষালি বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।-

পত্রিকার শুরুতেই লরেটো ডে স্কুল, বৌবাজার, এর প্রিন্সিপাল ম্যাডাম শ্রীমতি পূর্বিতা বাগচীকে কৃতজ্ঞতা জানাই, তাঁর সহযোগিতা আমাদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছে।

ধন্যবাদ জানাই আমার সহপাঠিনীদের, যারা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে এই পত্রিকাকে সাজিয়ে তুলেছে।-

আমরা পঞ্চম শ্রেণীর (ক-বিভাগ) বাংলা বিভাগের ছাত্রীরা পরম যত্নে ও আদরে এই পত্রিকাকে সাজিয়ে তুলেছি। তাই তো এই পত্রিকা আমাদের সকলের "আদরিনী"। সকল পাঠকের মনে আমাদের এই প্রয়াস সত্যিই যেন আদরের সঙ্গে জায়গা করে নিতে পারে, এই কামনা করি।-

পরিশেষে জানাই নতুন বছর আগত প্রায়। পুরোনো সব দুঃখ-কষ্ট মুছে গিয়ে পৃথিবীতে এক মঙ্গলময় নতুন প্রভাত আসুক, এই প্রার্থনা জানাই।

ধন্যবাদান্তে —

আবেশা দাস
(সম্পাদিকা)

ডিসেম্বর, ২০২১

COLABSAVE COPY

সূচীপত্র

★ কথা ও কাহিনী :-

- আদ্রিতা পাল – নিঝি
- দেবাদৃতা চক্রবর্তী – আমার ইচ্ছে করে
- অর্মিতা নন্দী – অদ্ভুতুড়ে শব্দ
- সাবেশা দাস – ছোট্ট মেয়ে রিয়ার অদ্ভুত ভ্রমন
- ঐকরূপা পল্লে – ভয়

★ প্রবন্ধ :-

- ধনতায়নী ব্যানার্জী – একটি দিন সোনার স্মৃতি
- শরন্যা মল্লিক – কালীকথা
- সাবেশা দাস – ওড়িশি নাচের ইতিকথা

★ ছন্দে – ছন্দে :-

- ~~ঐশানী চ্যাটার্জী – ইচ্ছেডানা~~
- দেবাংশী আডিড – শিশু দিবস
  রাত্রিবেলা
- দিশানী লাহা – মনের ইচ্ছা
- এনাক্ষী চৌধুরী – ছয় ঋতু
- সাবেশা দাস – শিক্ষক

★ রঙীন জগৎ :-

- অর্মিতা নন্দী
- দিশানী লাহা
- শরন্যা সেন রায়
- দেবাদৃতা চক্রবর্তী
- ঐশানী চ্যাটার্জী
- নবদিশা বড়ুয়া
- স্বর্ণাক্ষী রায়
- প্রকৃতি নস্কর
- আলেয়ায়েনা ঘোষ
- ধনতায়নী ব্যানার্জী
- দেবাংশী আডিড
- সৃজিতা সাহা
- অদিতি দে
- ঐকরূপা পল্লে

SAMPLE COPY

★ রসনা তৃপ্তি :-

⊙ অদিতি দে - মূলো বাহার
⊙ ঈশানী নাগ - রুই মাছের চচ্চড়ি ও নারকেল
⊙ সৃজিতা সাহা - চিকেন স্প্রিং রোল
⊙ দেবাঙ্গী আড্ডি - পাকা আমের শরবত.

★ যাযাবর জীবন :-

⊙ আলোয়েনা ঘোষ - একটি অদ্ভুত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা
⊙ সৃজিতা সাহা - সৈকতে সেলিব্রেশন

★ পাঁচফোড়ন :-

⊙ বিরাট খবর - সাবেশা দাস

⊙ সুরের জগৎ - প্রবাদপ্রতিম শিল্পী মান্না দে'র একটি বিখ্যাত গান সকল আদরিণীর জন্য অনহনা দাসের কলমে.

⊙ গোলক ধাঁধাঁ - ঐকরূপা পাল্লেং
সৃজিতা সাহা

⊙ বাংলার কারুকৃৎ - সাবেশা দাস

⊙ শুধু তোমাদের জন্য - শ্রীমতি পৌষালী ব্যানার্জী

COLLAB SAMPLE COPY

কথা ও কাহিনী

আদ্রিতা পাল

নিশি

— তখন আমি সবে বিছানায় উঠেছিলাম,

হঠাৎ নীচের ঘরে ঠুন-ঠুন শব্দ শুনতে পাই। আমি প্রথমে খুব একটা ধ্যান দিইনি কারন তখন ছিল শীতকাল, আর শীতকালে ছুঁচোর শব্দ অনেক কাছের বলে মনে হয়, কিন্তু রাত বাড়ার সাথে-সাথে শব্দের মাত্রাও বাড়তে থাকল। সেদিন বাড়িতে গুরুজনেরা কেউ ছিল না, কারন দাদুর শরীর খারাপ হয়ে ছিল। বাড়িতে শুধু আমরা ভাই-বোনেরা ছিলাম। শব্দ শুনে আমরা নিচে গিয়ে দেখলাম একটা জানলার পাল্লা খোলা আছে, ওটা দেখে আমরা সবাই স্বস্তি পেলাম। ঘরের দরজা বন্ধ করতে না করতেই ঠক-ঠক শব্দ শুনতে পাই। আমরা সকলেই খুব ভয় পেয়ে যাই। দাদা বলল 'আমি নিচে গিয়ে দেখছি', দিদি বলল 'একা যাওয়ার দরকার নেই সবাই মিলে যাব।' সকলে মিলে নিচে গিয়ে দেখলাম, বাগানের দিকের জানলা থেকে শব্দ আসছিল। দিদি জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে?' কোন উত্তর আসল না। দাদা আর অপেক্ষা করতে না পেরে, উঠে গিয়ে জানলা খুলে দিল। জানলা খোলার পর ঘরে একটা ঠান্ডা বাতাস ঢুকে এল। তারপর ঘরটা কেমন অদ্ভুত ভাবে ঠান্ডা হয়ে গেল। আমরা সবাই শীতের পোশাক পরে থাকা সত্ত্বেও। সবার শরীর ঠান্ডায় কাঁপতে থাকল কিছু না দেখতে পেয়ে, আমরা জানলা বন্ধ করে দিলাম। সারা রাত আমাদের কারুর চোখে ঘুম নেই। এই ভাবে সারা রাত কেটে গেল। সূর্যের আলো ফোটার সাথে সাথে, কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি মা আর জেঠি দাঁড়িয়ে। আমাদের বাগানের মালি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, সকলে আমরা বাগানে গেলাম। বাগানে গিয়ে দেখি এক অদ্ভুত কান্ড, ঘাসের উপর কালো পায়ের ছাপ। পায়ের ছাপটা খুব অদ্ভুত ছিল, আর শুধু ওই জানলার আশে-পাশে ছিল একেকটা পায়ের ছাপের মধ্যে ছয় ইঞ্চি করে ফাঁক।

সেই রাতের পর এরকম আশ্চর্য কান্ড আর হয় নি। ওই দিনের পর থেকে বাড়ির ওই জানলাটা বন্ধ থাকে।

সেই রাতের রহস্যের সমাধান আজও হয় নি।

নাম : আদ্রিতা পাল

শ্রেনী : পঞ্চম

বিভাগ : ক

GOLAP SAMPLE COPY

আমার ইচ্ছে করে

আমার ইচ্ছে করে পাখি হতে। মাঝে মাঝে বসে মনে মনে ভাবি আমি মানুষ না হয়ে যদি পাখি হতাম তাহলে কী মজাটাই না হতো, সারাদিন উড়ে বেড়াতাম যেখানে খুশি যেতাম কোন বাধা থাকত না, যা খুশি খেতাম, যেখানে খুশি চলে যেতাম কেউ বকাবকি করতো না, এখন আমি কোন কাজই নিজের ইচ্ছা মত করতে পারিনা, যেহেতু আমি খুব ছোট এখন তাই কোন কিছু করতে গেলে মায়ের অনুমতি নিতে হয়, তাই আমি মনে মনে ভাবি আমি যদি পাখি হতাম যা খুশি তাই করতে পারতাম, তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে— "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে মেলে দিলেম গানের সুরে এই ডানা।"

আমি যদি পাখি হতাম সেই ভোর বেলায় সকলের আগে ঘুম থেকে উঠতাম আর মিষ্টি মধুর কিচির মিচির সুরে সবার ঘুম ভাঙাতাম তারপর সারাদিন এদিকে ওদিকে

দেবাদৃতা চক্রবর্তী

COLLAB SAMPLE COPY

উড়ে বেড়িয়ে খাবার জোগাড় করে আবার সন্ধ্যে হওয়ার আগে ~~আমার~~ বাসায় ফিরে আসতাম, অবসর সময় আমি যখন আমাদের বাড়ির বারান্দায় বসি তখন আমাদের বাড়ির সামনে একটা বড় গাছ আছে ওই গাছে কত ধরনের রঙবেরঙের পাখি দেখতে পাই, যেমন — শালিক, টিয়া, বুলবুলি, টুনটুনি, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, চড়ুই, ইত্যাদি, আমাদের বাড়িতে অনেক চড়ুই পাখির বাসা আছে, আমি তাদের জন্য মাঝে মাঝে খাবার ছড়িয়ে দিই আর তারা যখন ওগুলো খুঁটে খুঁটে খায় আমি দেখে খুব মজা পাই, আমি মাঝে মাঝে পাখিদের জন্যে আমাদের বারান্দায় বাটি করে জল রেখে দিই, কখনো ওরা জলটা খায় আবার কখনো ওই জলেই ডানা ঝাপটে ঝাপটে জল ছিটিয়ে স্নান করে, আমার দেখতে খুব ভালো লাগে, পাখির বাসা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে, আমাদের বাড়ির সামনে যে বড় গাছটা আছে ওখানে কত পাখির বাসা দেখতে পাওয়া যায় তাই আমি মনে মনে ভাবি যদি আমি পাখি হতাম তাহলে আমি আমার ইচ্ছা মত খড়কুটো, শুকনো ডাল-পালা পাতা দিয়ে সুন্দর করে বাসা বানাতে পারতাম, আমি কোন কিছু ভুল করলে মা এবং বাড়ির সকলে আমার খুব বকাবকি করে কিন্তু আমি যদি পাখি হতাম তাহলে আমায় কেউ বকাবকি করতো না নিজের ইচ্ছা মত যা খুশি করে বেড়াতাম, তাই আমার ইচ্ছা করে পাখি হতে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

COPY SAMPLE COPY

অর্মিতা নন্দী

অদ্ভুতুড়ে শব্দ

উত্তর কলকাতার, শ্যামবাজার-এর বাসিন্দা বিক্রম ভূতের ভয় একদমই পেত না। তার বন্ধুরা আড্ডার সময় যখন ভূতের কথা বলতো, সে হেসে উড়িয়ে দিতো। ছোটোবেলা থেকেই বিক্রম পড়াশোনায় ভাল ছিল, তাই সে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় পাশ করে একটা বেশ ভালই চাকরি পেল। কিন্তু তার চাকরির পোস্টিং পড়লো পুরুলিয়ার নবগ্রাম কলোনিতে। সেখানে পৌঁছে প্রথমেই সে গদাইদার সাথে দেখা করলো থাকার জায়গার ব্যাবস্থা করার জন্যে। গদাইদার দৌলোতে সে তার অফিস-এর কাছাকাছি একটা পুরোনো বাড়ির ব্যাপারে জানতে পারলো। বাড়িটার ভেতর ঢুকেই তার মনটা কেমন একটা করলো, কিন্তু সে তখন সেটা কে পাত্তা দিলোনা। গদাইদা তখন বিক্রমকে তার ঘর দেখাতে নিয়ে গেল। বাড়িটা একটা এক তলা বাড়ি, সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই সামনে মস্ত বড়ো ছাদ। বিক্রম দেখলো যে এক তোলায় শুধু একটা ঘরেই তালা দেওয়া বাকি সব ঘর খোলা। গদাইদা সেই ঘর গুলোর মধ্যেই একটা ঘর বিক্রমকে থাকবার জন্য দিলো। এরপর গদাইদা বলল "এই বাড়িতে কিন্তু কেউ থাকেনা, তুমি থাকতে পারবে তো ?" উত্তরে বিক্রম "হ্যাঁ পারবো" বলল। বিক্রম মনে মনে ভাবলো অফিসটা কাছেই তো, তাই এখানে থাকলে বরং সুবিধেই হবে। এরপর গদাইদা চলে গেল আর বিক্রম তার জিনিস গুলো ঘরে গোছাতে শুরু করলো। ঘরটাতে বেশি কিছু ছিল না, ছিল শুধু একটা খাট আর একটা

SAMPLE COPY

পুরোনো দিনের টেবিল-চেয়ার, ঘরের দক্ষিনে ছিল একটা জানালা, সেই জানালাটা দিয়েই বাড়ির বাইরের বাগানটা দেখা যাচ্ছিল, সবই ঠিক চলছিল কিন্তু আসল ঘটনা শুরু হল মাঝরাতে, রাত্রি তখন আড়াইটে, হঠাৎ শুরু হল একটা জোরে ঠক্-ঠক্ শব্দ, সেই শব্দ শুনেই বিক্রম-এর ঘুম ভেঙে গেল, সে খাট থেকে নেমে হাতে টর্চটা নিয়ে দেখতে লাগলো কোথা থেকে শব্দটা আসছে, ঘরে কিছু শব্দ হওয়ার মতো জিনিস না দেখতে পেয়ে, সে ঘরের বাইরে গিয়ে দেখতে শুরু করলো, সে তখন দেখলো যে সেই শব্দটা ঐ তালা দেওয়া ঘরটা থেকে আসছিল, কৌতূহল বসত সে ঘরটার তালা ভেঙে ঢুকে পড়লো, সেখানে ঢুকে দেখলো যে ঘরটা ঘুট-ঘুট করছে অন্ধকার, টর্চের আলোয় দেখলো ফাঁকা ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট পুরোনো কাঠের আলমারি, হঠাৎ সেটা বিভৎস্য ভাবে নড়তে শুরু করলো, সে আলমারিটা তাড়াতাড়ি করে খুলে ফেলল, আলমারিটা খুলে দেখলো ভেতরে কিছুই নেই, এবার, আলমারি থেকে শব্দ না এসে, আসছিল ছাদ থেকে, শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল যেনকেন বাচ্চা দৌড়ে-দৌড়ে খেলছে, তারপরে অনেকগুলো পরপর শব্দ হতে শুরু করলো, যত রাত বাড়ছে শব্দের তান্ডব তত বাড়ছে, প্রচন্ড ছোটা-ছুটি আর চিৎকারের শব্দ এই চলল সারারাত, সেদিন প্রথমবার প্রচন্ড ভয় পেয়েছিল বিক্রম, সে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে খাটের ওপর উঠে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাপা দিয়ে বসে পড়লো আর ওরকম ভাবেই সারারাত বসে ছিল, ভোর হতেই বিক্রম যখন পাখির ডাক শুনতে পেল তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলো এবার মনে হয়ে সব ঠিক হয়ে গেছে, তারপর সে খাট থেকে নেমে, দরজা খুলে, এক দৌড়ে সোজা গদাইদার বাড়ি, ওখানে গিয়ে সমস্ত ঘটনা গদাইদাকে বলল, গদাইদা শুনেই বলল — "তুমি কি তালা বন্ধ ঘরটা খুলেছিলে?" বিক্রম অবাক হয়ে বলল "হ্যাঁ", গদাইদা তখন বলল "এটা তোমার করা উচিৎ হয়নি", বিক্রম বলল "কেন?", গদাইদা তখন ঘটনাটা বলল যে, বহু বছর আগে যারা ওই বাড়িতে থাকত তারা নাকি একবার কালি পুজোর সময়, বাজিপোড়াতে গিয়ে সেই আগুনেই পুড়ে মারা যায়, এই শুনে বিক্রম বলল "তুমি আগে বলোনি কেন!" তখন গদাইদা কাচুমাচু মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, এই দেখে বিক্রম মনে মনে বলল "দূরে হোক ভাল এই বাড়িতে আমি আর থাকবোনা"॥

অস্মিতা নন্দী
শ্রেনী - পঞ্চম
বিভাগ - 'ক'

— x —

ছোট্ট মেয়ে রিয়ার অদ্ভুত ভ্রমণ

ছোট্ট মেয়ে রিয়া।- তার দাদু এবার জন্মদিনে তাকে একটি টেলিস্কোপ যন্ত্র উপহার দিয়েছে।- এই উপহারটি রিয়ার খুব পছন্দের।. সে তার নিজের নামের সাথে মিলিয়ে যন্ত্রটির নাম রেখেছে টিয়া।- টিয়া যেন সত্যিই টিয়া, তার পেটের মধ্যে চোখ দিলেই টিয়া রিয়াকে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়. রিয়ার আর ফিরতেই ইচ্ছা করে না।. নিজের ঘরের ছোট্ট বারান্দাতে টিয়াকে বসিয়ে রেখেছে রিয়া. আর সারা সন্ধ্যে সে টিয়ার মধ্যে দিয়ে দেখছে আকাশ, চাঁদ, কত তারা, কত গ্রহ..... আরও কত আশ্চর্য সব জিনিস।-

টিয়া আর রিয়া এখন খুব ভাল বন্ধু।- কিন্তু বাড়ীতে খুব ঝামেলা।. এবার রিয়া পড়াতে বেশী ফাঁকি দিয়েছে, পরীক্ষাও খুব একটা ভালো হয় নি।- আগামীকাল ফল বেরোবে, মা বলেছে ফল খারাপ হলে তাকে ও টিয়াকে আর বাড়ীতে থাকতে দেবে না।- কি হবে করে এখন রিয়া....... খুব চিন্তা নিয়ে ঘুমাতে গেলো সে।- কাল যদি মা-বাবা বাড়ী থেকে বের করে দেয়, কোথায় যাবে সে টিয়াকে নিয়ে? এমন সময় হঠাৎ টিয়া যেন কথা বলে উঠল —

টিয়া — কি অতো ভাবছো রিয়া?

রিয়া — কাল পরীক্ষার ফল ভালো না হলে মা তোকে আর আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দেবে বলেছে।- আমি জানি এবার আমার পরীক্ষার ফল খারাপ হবেই।- অনেক ফাঁকি দিয়েছি যে? এখন কি করি? কোথায় যাব আমরা?

টিয়া — আরে আমি থাকতে চিন্তা কি? চলো আমরা পৃথিবী ছেড়ে অন্য গ্রহতে চলে যাই, সেখানে পড়া নেই, বকুনি নেই, সারাদিন শুধু খেলা আর মজা,

রিয়া — কিন্তু পৃথিবীর বাইরে জল, অক্সিজেন পাব কি করে? বাঁচব কি করে?

টিয়া — সে শুধু এক বিশেষ ধরনের জামা পরে নিলেই হবে।-

রিয়া — তাই নাকি? তাহলে চল এখুনি যাই।-

টিয়া — বেশ, চলো।

এই বলে টিয়া রিয়াকে নিয়ে শ শাঁ করে মহাকাশে চলে গেল।- প্রথমে নামল "বুধ" গ্রহে।-

রিয়া — এটা কোথায় এলাম আমরা টিয়া?

টিয়া — এটা সূর্যের সবথেকে কাছের গ্রহ বুধ।-

রিয়া — ওরে বাবা। কি গরম!! পুড়ে যাচ্ছি যে! এখানে থাকব কি করে?

টিয়া — সে একটু গরম তো হবেই।- এখানের তাপমাত্রা ৪২৭° সেন্টিগ্রেড।- কিন্তু এখানে থাকলে ৮৮ দিন পরপরই নতুন বছর আসবে, জন্মদিন আসবে, উপহার পাবে.......

রিয়া — অ্যাঁ.... অ্যাঁ.... ৪২৭°? আর জন্মদিনের উপহার কে দেবে? কে আছে এখানে? আমাকে এখান থেকে এখুনি নিয়ে চল টিয়া।-

টিয়া — তাহলে কোথায় যাবে? এরপরের গ্রহ "শুক্রগ্রহ", কিন্তু সে তো আরোও গরম ৪৬২° সেন্টিগ্রেড! তাহলে এক কাজ করি চলো — পৃথিবীর পাশের গ্রহতে যাই — "মঙ্গলগ্রহ" সেখান থেকে পৃথিবীকে দেখতেও পাবে।-

রিয়া — বেশ, তাই চল।- এখানে আর নয়।-

এবার দুজনে সোজা উড়ে গেল মঙ্গলগ্রহে।-

মাবেশা দাস

রিয়া — ওরে বাবা। এ কি? চারপাশ ভূতের বাড়ির মতো এরকম লাল কেন? আর দাঁড়াতেও তো পারছি না ঠিক করে।- যেন ভাসছি।-

টিয়া — হ্যা..... হ্যা...... হ্যা... মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর থেকে ৩৭% কম, তাই আমরা এখানে তিনগুন বেশি লাফাতে পারি।- এ....ই দেখো পৃথিবী - "নীলগ্রহ"

রিয়া — দূর বাবা কি করে দেখব? এতো ধুলোর ঝড় যে তাকাতেই পারছি না।- এখানে আর না টিয়া, আচ্ছা শনিগ্রহ তো খুব সুন্দর, কি সুন্দর বলয় আছে।

টিয়া — না, না, ওখানেও দাঁড়াতে পারবে না।- আর ওখানে ঝড়ের গতিবেগ আরোও বেশি — ১৮০০ কিমি / ঘন্টা।- আচ্ছা চলো "বৃহস্পতি গ্রহতে যাই, সবচেয়ে বড় গ্রহ, আর জানো ওর চারটে চাঁদ।-

রিয়া — তাই নাকি? চল তাহলে আর দেরি নয়।-

দুজনে বৃহস্পতির বুকে নামল, কিন্তু রিয়া চেঁচিয়ে উঠল,

রিয়া - একি আমি তো ডুবে যাচ্ছি টিয়া.....

টিয়া — ও হ্যাঁ...... আসলে মনে ছিল না, এই গ্রহটা আসলে গ্যাসের পিন্ড, তাই দাঁড়ানো একটু মুস্কিল।-

রিয়া — তুই আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চল টিয়া এখানে মরেই যাব মনে হচ্ছে।

টিয়া — চলো তাহলে আমরা ইউরেনাস গ্রহতে যাই।—

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে "ইউরেনাস" পৌঁছে গেল।-

রিয়া — উরে বাবা! কী শীত!! বাবা গো! মাগো! টিয়া এতো বরফের পিন্ড।-

টিয়া — সে তো হবেই।- ইউরেনাস, নেপচুন এরা সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। ইউরেনাস এর তাপমাত্রা — ২০১° সেন্টিগ্রেড থেকে ২১৮° সেন্টিগ্রেড।- আর নেপচুনের প্রায় একই।- আরে এখানে থাকলে সারা বছর গ্রীষ্মকাল, শীতের ছুটি, কেক খাওয়া থেকে যাই এখানেই,

রিয়া — তুই থামবি? বরফের পিন্ড হয়ে কেক খাব কি করে? তুই এক কাজ কর টিয়া, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।- আমি বুঝে গেছি সারা ব্রহ্মান্ডে পৃথিবীই সবথেকে সুন্দর জায়গা আর বাবা মায়ের আশ্রয় সবথেকে নিরাপদ।- আমি ফিরে যেতে চাই টিয়া।

টিয়া — কিন্তু..... অত দূর এখন তো আর ফেরা যাবে না।- এ অসম্ভব!!

রিয়া — এ্যাঁ...... সে কি? আমি আর কাছে যাব.... ভ্যাঁ..... ভ্যাঁ..... ভ্যাঁ!!!!

"এই রিয়া ওঠ, সকাল হলো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদছিস কেন পাগল মেয়ে? ওঠ, স্কুলে যাবি না? আজ তো ফল বেরোবে।-"

মায়ের ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসে রিয়া।- সে তাহলে এতক্ষন- স্বপ্ন দেখছিল, স্বপ্ন না, দুঃস্বপ্ন বলাই ভালো।- রিয়া মাকে জড়িয়ে ধরে আর বলে — "মা এবারের মত ক্ষমা করে দাও, এবার থেকে আমি মন দিয়ে পড়াশুনা করব, কথা দিলাম, কিন্তু তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারব না।-"

পরম আদরে রিয়াকে জড়িয়ে ধরে মা।- বারান্দায় রোদ্দুর পড়ে যেন চিকচিক করে হেসে ওঠে টিয়া।।

মাধেশা দাস
পঞ্চম শ্রেণী
ক - বিভাগ

CLAB SAMPLE COPY

Saikarupa Polley V A

ভয়

ভয় কী ? ভয় হল মনের একটা ভুল ধারনা যেটা বারবার তার দিকে আমাদের আকর্ষন করে, রাতের বেলায় আমাদের মস্তিষ্ক বিশ্রাম নেয়, কম কাজ করে তখনি ভয় আমাদের মস্তিষ্ক কে কমজোর করে দেয়, যখন আমরা ঘুমাই তখন আমাদের মস্তিষ্ক তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়, ঘুমানোর সময় unconcious; যখন হালকা চোখ লাগে তখন subconcious ও ঘুমানোর আগে ও পরে concious. কিন্তু আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যেটা আমার মনে এখনো একটি প্রশ্ন ছেড়ে গেছে, যে ভয় মানে কী এটাই?

২০১৮ সালে আমি ও আমার বন্ধুরা প্রিয়া ও সাঁজি নৈনিতাল বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি খুব সুন্দর হোটেলে আমরা সকলে মিলে ছিলাম, চারিদিকের পরিবেশ খুব সুন্দর, গাছপালায় ঘেরা মনোরম পরিবেশ সকালে যতই মনোরম রাতে ততই ভয়ঙ্কর, প্রিয়া খুবই ভীতু মেয়ে, তাই লাইট চলে গেলে ও খুব ভয় পেত, কদিন পর পর লাইট চলে যাওয়ায় সে খুবই ভয়ে ছিল, এবং একদিন তার খুব জ্বর এলো, জ্বরে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগিল, আমার একটু অবাক লাগতে, আমি .জিজ্ঞাসা করলাম "কিছু হয়েছে প্রিয়া?" সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল "না", পরেরদিন রাত্রিবেলা হঠাৎ করে আমাদের ঘরের আলো জ্বলছিল আর নিভছিল, আমি তখন ওকে নিয়ে জোর করে নীচে যেতে নিয়ে গেলাম, দেখলাম ও খাবার খাচ্ছে না, আর সমস্ত চুল দিয়ে ওর মুখ ঢাকা, মাথা নীচু করে এক ভাবে বসে আছে, আমি যেই চুল সরাতে গেলাম সেই দৃশ্য দেখে আমার শরীরের রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল, একি! ওর চোখের মনিগুলো গোল গোল ঘুরছে, আমি তৎক্ষনাৎ হোটেলের ম্যানেজার কে জানালাম, উনি সব শুনে কাছেই এক সাধুবাবার কথা জানালেন, অনেক অনুরোধ করে সেই সাধুবাবাকে আমি আর সাঁজি দুজনে মিলে হোটেলে নিয়ে এলাম, সাধুবাবা প্রিয়ার হাতে একটি কবচ বেঁধে দিলেন ও কিছু মন্ত্র পড়ে দিলেন, তাঁর মন্ত্রে প্রিয়া শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, পরদিন সে বলল প্রিয়া ঠিক হয়ে গেছে। সেইদিন কলকাতা ফেরার সময় আমার মনে একটি প্রশ্ন, বারবার ঘুরছিল,
'এটা কি ?' 'এটাই কি ভয়' ?

— সমাপ্ত

সৈকরূপা পল্ল্যে

প্রবন্ধ

ঋতায়নী ব্যানার্জ্জী

একটি দিন- আমার স্মৃতি

আমার ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় ছবিতে গল্প পড়তে ভালো লাগতো। বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদা ভোঁদা নন্টে ফন্টে এই চরিত্র গুলি আমার বন্ধু হয়ে উঠত। এইসব ছবি ও গল্পের লেখক ও শিল্পী নারায়ন দেবনাথের সাথে আমার দেখা করার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন ধরে। সেই ইচ্ছে আমি আমার বাবাকে জানিয়েছিলাম। আমার বাবা ওনার সাথে দেখা করার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। উনি আমাদের সাথে দেখা করতে রাজী হন।

শ্রী নারায়ন দেবনাথের বাড়ি হাওড়া শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীর কাছে। ২০১৯ সালের ২৯ জুন এক শনিবার আমরা ওনার বাড়ি গেলাম। ওনার বাড়ি গিয়ে দেখলাম যে ওনার ঘরের বাইরে পোষা দুটো কুকুর আছে আর ওরা আমাদের দেখে ডাকাডাকি করছে। তারপর ওনার ঘরে যখন ঢুকলাম তখন উনি ছিলেন না পাশের ঘরে জলখাবার খাচ্ছিলেন সেই সময়টায় আমি ওনার ঘরটা ঘুরে দেখলাম। দেখলাম যে ওনার আলমারীতে ওনার জনপ্রিয় চরিত্র বাঁটুল দিগ্রেট নন্টে ফন্টে এবং হাঁদা ভোঁদার ছবি। আর ওনার টেবিলে লেখা ও আঁকার অনেক ধরনের কাগজ, প্রচুর রং-এর শিশি অনেক রকমের কলম এবং তুলি ছিল। এসব দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম, এই চেয়ারে বসেই তিনি সৃষ্টি করেছেন এক একটা মজার গল্প।

কিছুক্ষন পরে নারায়ন দেবনাথ যখন নিজের চেয়ারে এসে বসলেন তখন আমি আমার স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতাটা বার করে দিলাম, সেখানে উনি আমাকে আশীর্বাদ ও ভালোবাসা জানিয়ে নিজের স্বাক্ষর দিলেন এবং তার পাশে একটা সুন্দর বাঁটুলের ছবি এঁকে দিলেন। আমার সাথে ছিল 'বাঁটুল সমগ্র', 'হাঁদা ভোঁদা সমগ্র' এবং 'নন্টে ফন্টে সমগ্র'। সেই বই গুলোতেও উনি স্বাক্ষর করে দিলেন বাঁটুল সমগ্র বইতে বাঁটুলের ছবি এঁকে দিলেন, আমাকে আদর করলেন। আমরা অনেক গুলো ছবি তুললাম। আমার বাবা বললেন "আপনি ভালো থাকুন", তখন নারায়ন দেবনাথ বললেন "তোমরা ভালো থেকো, তোমরা ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকবো", সেদিন আমার খুব ভালো লেগেছিল। আজ সেই বই গুলো দেখি যখন, সেই দিনটির কথা, সেই মানুষটির কথা মনে পড়ে যায়। শ্রী নারায়ন দেবনাথের কাছে যাওয়া, তাঁর ভালোবাসা পাওয়া আমার চিরদিন মনে থাকবে।

নাম:- ঋতায়নী ব্যানার্জী
শ্রেণী:- পঞ্চম, বিভাগ- ক
ক্রমিকনং- ২৭

SAMPLE COPY

শরণ্যা মল্লিক

Page No.
Date: ৩/১১/২১

কালীকথা

দুর্গা পুজোর পরের অমাবস্যা তিথিতে হয় কালীপুজো, মায়ের পায়ের নীচে শায়িত দেবাদিদেব মহাদেব আর একমাত্র জিভ বার করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, এই রূপেই সর্বত্র পুজিত হয়ে আসছেন মা।

কালীর এই রূপ ও তাঁকে নিয়ে রয়েছে নানা পৌরাণিক কাহিনি, মায়ের কালী হয়ে ওঠার পেছনে অনেকে মনে করেন— যেহেতু শিব-কে কাল বলা হয় তাই শিবের স্ত্রী হিসাবে তিনি হয়ে উঠেছেন কালী, শাস্ত্র অনুসারে যে যে কাল সবকিছুকে গ্রাস করে আর যিনি সেই কালকেই গ্রাস এবং মহাপ্রলয়ের কালশক্তি যার ভিতরেই নিরবশেষ হয়ে লীন হয়ে যায়, তিনিই হলেন মাকালী।

দ্বিতীয় মত অনুসারে যা বহু প্রচলিত তা হল— মনে করা হয়ে যখন স্বর্গে অসুরেরা তান্ডব চালাচ্ছে দেবতাদের স্বর্গরাজ্য দখলের উদ্দেশ্য, ঠিক তখনই দেবতারা মিলে সৃষ্টি করেন দেবী দুর্গার, আর সেই অসুরদের প্রধান ছিলেন রক্তবীজ, যে ছিল ব্রহ্মার বর প্রাপ্ত, ব্রহ্মার বর অনুসারে তার এক ফোঁটা রক্ত ভূতলে

পতিত হলেই তা থেকে জন্ম নেবে একাধিক অসুর, রক্তবীজকে নিধন করার জন্য মা দুর্গার ত্রিনয়ন থেকে জন্ম হয় কালীরূপ, সেই কালীর ভয়াবহ রুদ্রমূর্তি ও তাঁর হাতেই একের পর এক অসুর বধ ও তাদের শরীরের এক ফোঁটা রক্তক্ষরণ হলেও তা জিভে দিয়ে গ্রাস করতে থাকেন কালী, এইভাবেই তিনি অসুর বধ করেন।

অনেকের মতে রক্তবীজকে তিনি আঙুলের সাহায্যে বধ করেন, আবার অনেকের মতে তিনি রক্তবীজের শরীরের সমস্ত রক্তপান করে নেন, যাতে এক ফোঁটাও রক্ত ভূতলে পতিত না হয়।

অসুরদের হারিয়ে প্রবল বিজয়ে নৃত্য শুরু করেছিলেন মাকালী, কালীর সেই নৃত্য স্বর্গে ভীতির সঞ্চার করে, কালীর ওই তান্ডবে স্বর্গের সব কিছু প্রায় ধ্বংস হতে শুরু হয়েছিল, এমন অবস্থায় কালীর সেই নৃত্য মহাদেব বন্ধ করতে কালীর সামনে গিয়ে শুয়ে পরেন, নাচতে নাচতে তিনি ভুল করে মহাদেবের বুকে পা তুলে দেন এবং জিভে কাটেন, পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে সেই সময় কালীর সেই রূপ পুজিতে হয়ে আসছে আজও।

মা কালীর দুটি রূপ আছে— যখন তিনি ডান পা এগিয়ে রাখেন তখন তিনি দক্ষিনাকালী, আর যখন তাঁর বাঁ পা এগিয়ে থাকে তখন তিনি বামা কালী, আর এই দুই রূপেই পুজিতে হন মাকালী।

নাম— শরন্যা মল্লিক
শ্রেনী— পঞ্চম বিভাগ— ক

মাবেশা দাস

ওড়িসি নৃত্যের ইতিকথা

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের সম্বন্ধে জানা যায় "নাট্যশাস্ত্র" বইতে।- সেখান থেকেই আজ ওড়িসি নৃত্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিতে চাইছি।-

ওড়িসি নৃত্যের উৎপত্তি প্রাচীন উৎকল / কলিঙ্গ প্রদেশ থেকে, বর্তমানে যা আমাদের কাছে ওড়িশা নামে পরিচিত।-

প্রাচীনযুগে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে শ্রী জগন্নাথ দেবের সামনে প্রভুর উদ্দেশ্যে একদল মহিলা নর্তকী নৃত্য পরিবেশনা করতেন।- এঁরা "মাহারি" অথবা "দেবদাসী" নামে পরিচিত ছিলেন।- এঁরা নৃত্যের মধ্যে দিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।- সেই নৃত্য থেকেই ওড়িসি নৃত্যের উৎপত্তি, যার মধ্যে দিয়ে আজও দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সেই সময় কিছু ছোট ছেলেকে দিয়ে দেবদাসী সাজিয়ে মন্দিরের বাইরে সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনা করা হতো।- সেই ছোট ছেলেদের বলা হত "গোটিপুয়া"।- বর্তমানে ওড়িসি নৃত্যে দেবদাসী ও গোটিপুয়া - এই দুই দলের নৃত্যেরই প্রভাব আছে।-

ওড়িসি নৃত্যের সজ্জা খুবই অভিনব ও আকর্ষণীয়। প্রাচীন যুগে মাহারীগন রঙীন শাড়ী, সোনার অলংকার, ফুলের মালা ও মুকুট পরে দেবতার সামনে নৃত্য পরিবেশন করতেন।- কিন্তু গোটিপুয়ারা স্থানীয় মানুষদের দান করা স্থানীয় শাড়ী, রূপোর অলংকার এবং কৃত্রিম ফুলের মালা ও মুকুট পরতেন।- বর্তমান যুগে ওড়িসি নৃত্যে এই দুই প্রথার মিশ্রিত সজ্জা প্রচলিত।- বর্তমানে রঙীন কটকি শাড়ী, রূপোর অলংকার ও শোলা এবং কৃত্রিম ফুল নির্মিত মুকুট পরা হয়।- এই মুকুটের চূড়াটি শ্রী জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়াকে সূচিত করে এবং সিঁথিপাটির প্রতিটি বৃত্ত মন্দিরে দেবতার কাছে পৌঁছানোর সিঁড়ি (পথ) সূচিত করে।-

পর পর যে ধাপে একজন ছাত্র / ছাত্রীকে ওড়িসি নৃত্যে শিখতে হয়, তা হল -

⊙ চৌকা ও ত্রিভঙ্গী মুদ্রা - এই দুটি ওড়িসি হল ওড়িসি নৃত্যের মূল / প্রধান ভঙ্গিমা, যার সাহায্যে একজন নর্তকী বাকী সমস্ত নৃত্য পরিবেশন করেন।-

⊙ মঙ্গলাচরন - গনেশবন্দনা।-

⊙ বটু নৃত্য -

⊙ সোরলা -

⊙ পল্লবী -

⊙ অভিনয় -

⊙ মোক্ষ -

ওড়িসি নৃত্য ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রাচীন ও উজ্জ্বল অধ্যায়।।

মাবেশা দাস
পঞ্চম শ্রেণী
ক বিভাগ

ছন্দে - ছন্দে

ঐশানী চ্যাটার্জী

ইচ্ছেডানা

আর কতদিন রইব বন্দী ঘরে,
বাইরে খুবই যেতে ইচ্ছে করে।
ভাবি মনে এ কেমন মহামারী
দেবে কবে স্বর্গলোকে পাড়ি?
মুক্তি পাবো চিরকালের তরে,
আগের মত মুক্ত ধরার'পরে।
করোনা করোনা আর কোরো না কেউ,
যতই আসুক তৃতীয় কোরোনা ঢেউ।
অনলাইনে থাক পড়া বন্ধ,
অফলাইনেই আসল আনন্দ।

-ঐশানী চ্যাটার্জী
-শ্রেনী-৫, বিভাগ-'ক'

SAMPLE COPY

দেবাঙ্গী আঢ্য

দেবাঙ্গী আঢ্য
পঞ্চম শ্রেণী

রাত্রিবেলা

আসতে আসতে ভয় হচ্ছে –
যখন এগিয়ে আসছে রাত্রি
চারিদিক থম থম !
নেই কোথাও কোনো যাত্রী,
একলা আমি হেঁটেই যাচ্ছি
পাচ্ছিনা কারুর দেখা ,
যেতে হবে অনেক দূর
পথে থাকবে অনেক বাঁধা ,
একলা আমি ভয় ভয় বনের মধ্যে যাই
হঠাৎ কেউ নাকিসুরে বললে
গুডবাই গুডবাই ।

দেবাঙ্গী আঢ্য
পঞ্চম শ্রেণী

শিশু দিবস

এসেছে এসেছে
শিশু দিবস এসেছে!
সেদিনকার জন্য
পড়াশোনা মিটেছে,
সারাদিন শুধু খেলা
খেলা সকাল বেলা,
বিকেলেও বাদ নেই,
মজার দিন সেই,
চাচা নেহেরুর জন্মদিন
আর সকল শিশুর দিন

দিশানী লাহা

মনের ইচ্ছা

একদিন জানালার পাশে বসি
ভাবি একা একা।

আমি যদি পাখি হতাম
হত কত মজা।

সারাদিন উড়ে যেতাম হেথায় সেথায়
নাহি কোন ঠিক।

ইচ্ছা হলে যেতাম আমি পাহাড়ের কোলে
কি অপূর্ব দৃশ্য দেখতাম দুচোখ মেলে।

পাহাড়ের গায়ে ঝর্নার জলে
হাসে ঝিলমিল।

তা দেখে আমার মন হত ~~আনন্দিত~~ আনন্দিত
সবই আমার কল্পনা বাস্তবিক নয়,

তবু হতে ইচ্ছা জাগে যা হওয়ার নয়।

— দিশানী লাহা
শ্রেণি - পঞ্চম - ক

COLLAB SAMPLE COPY

এনাক্ষী চৌধুরী

এনাক্ষী চৌধুরী
পঞ্চম শ্রেণী

ছয় ঋতু

গ্রীষ্মকালে শুকনো সবই,
বর্ষাকালে বৃষ্টি,
শরৎকালে পুজোয় পুজোয়,
থমকে আছে দৃষ্টি।
হেমন্তকালে চাষিরা সব,
সোনার ধান লয়,
গ্রামের যত গোলা ছিল,
ধানে ভর্তি হয়।
শীতকালে গায়ে শুধু,
লেপ কম্বল মুড়ি,
বসন্তকালে দোল যাত্রা
আবির ছড়াছড়ি।

COLLAB SAMPLE COPY

মাবেশা দাস

শিক্ষক

সততার প্রতীক , জ্ঞানের ভান্ডার,
স্বপ্ন দেখায় , দুর করে সব আঁধার,
শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ করে তোলে আলোকময়–
শিক্ষক বুঝি এমনই হয়॥

ভরিয়ে রাখে শাসনে - আদরে,
গুরুর আসন সবার ওপরে,
তাঁরই শিক্ষায় লাভ করি জয়,
শিক্ষক বুঝি এমনই হয়॥

সহজ সরল কথায় পাই জীবনের শিক্ষা,
অবিরত ছড়িয়ে দেন সততার সুদীক্ষা।
প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই, প্রার্থনা করি–
তাঁর জীবন হোক মঙ্গলময়,
শিক্ষক বুঝি এমনই হয়॥

মাবেশা দাস,
পঞ্চম শ্রেনী
বিভাগ-"ক"

রঙীন জগৎ

অর্মিতা নন্দী

দিশানী লাহা

Name: DISHANI LAHA Class: VA

COPY

শরণ্যা সেন রাজ

COLLEGE SAMPLE COPY

দেবাদৃতা চক্রবর্ত্তী

SAMPLE COPY

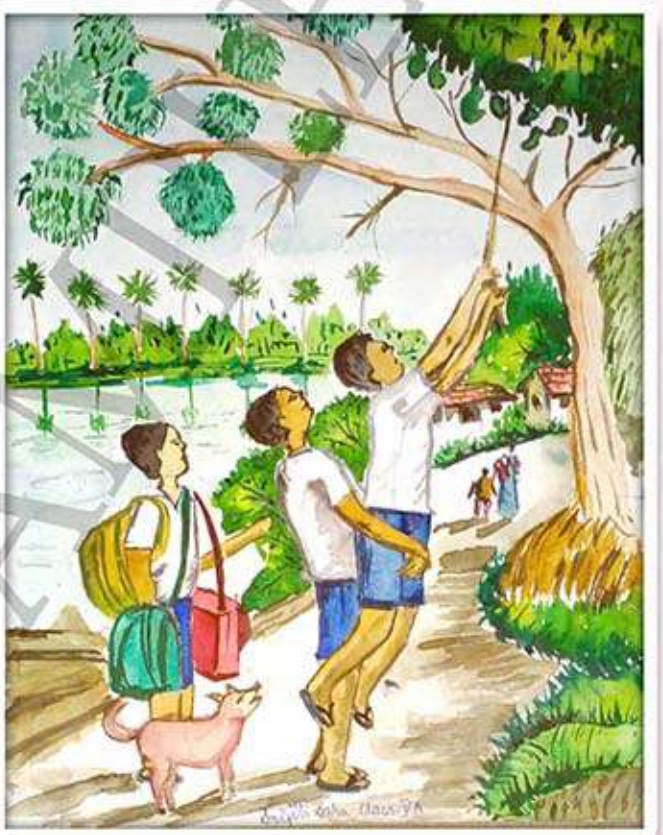

সৃজিতা সাহা

COLLEGE COPY

অদিত্রি দে

COMPLIMENTARY COPY

সৈকরূপা পল্লে

দেবাঙ্গী আঢ্য

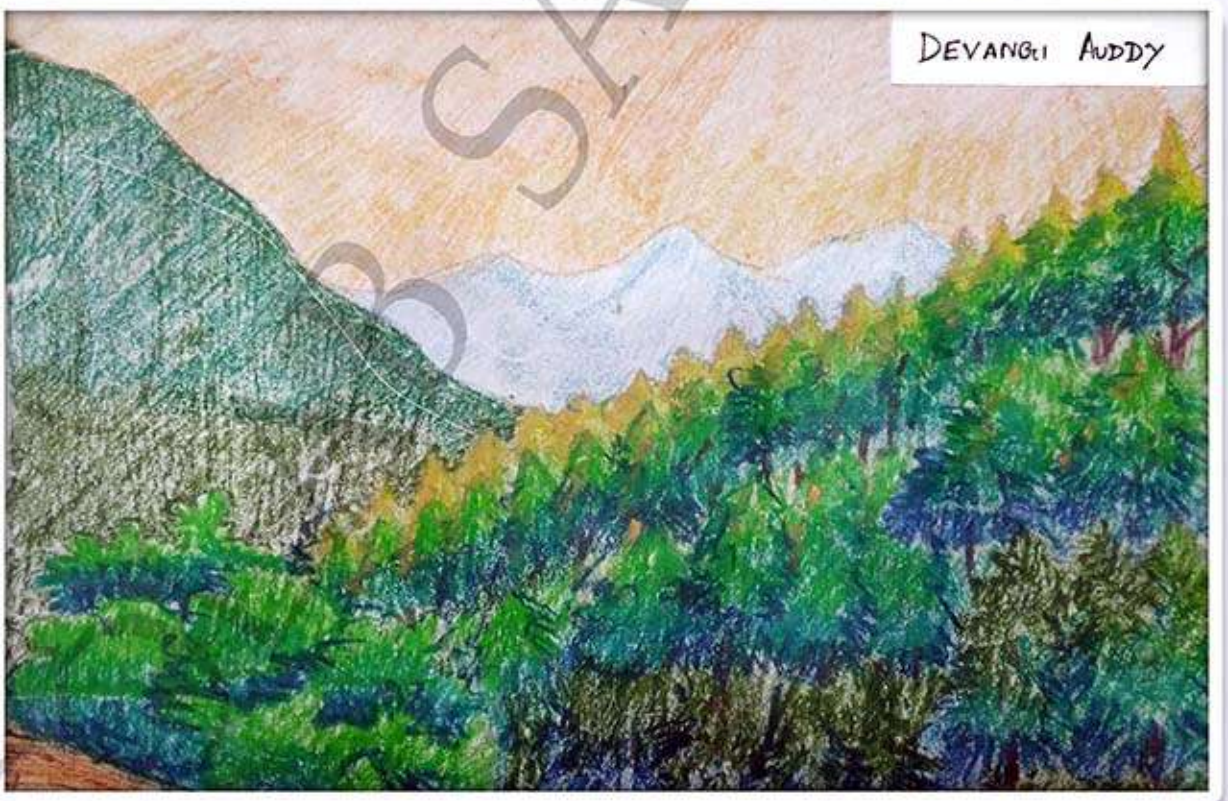

SAMPLE COPY

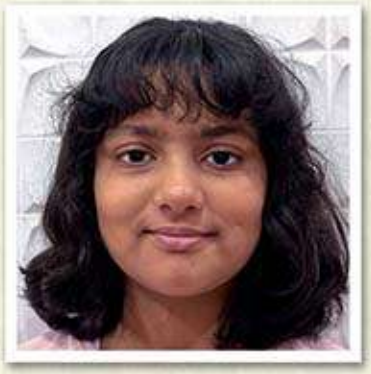

নবদিশা বড়ুয়া

COLAB SAMPLE COPY

ঐশানী চ্যাটার্জী

COPY SAMPLE

স্বর্ণাক্ষী রায়

TOLAB SAMPLE COPY

আল্যোয়েনা ঘোষ

SOLAD SAMPLE COPY

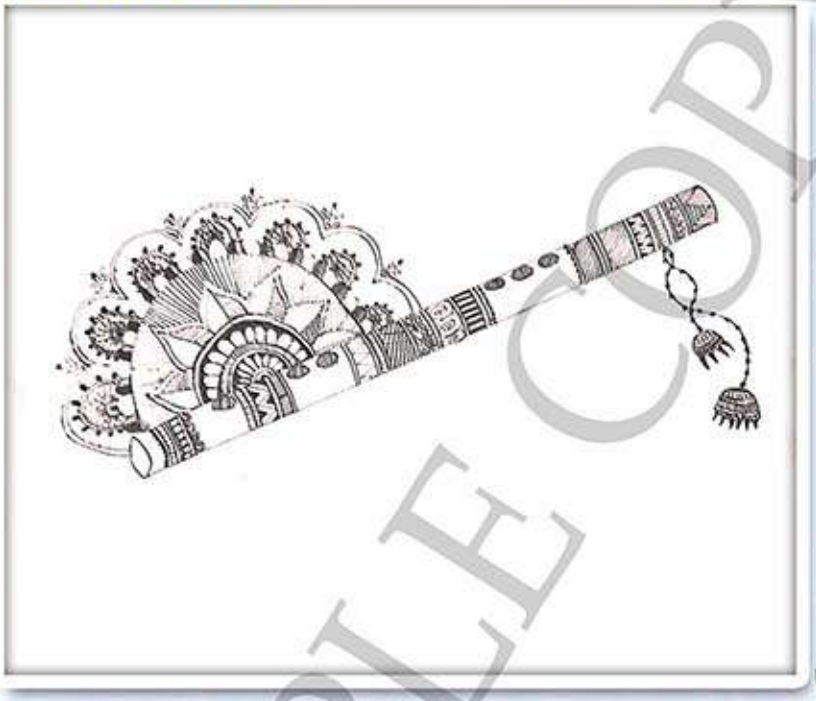

ঋতায়নী ব্যানার্জ্জী

SOLAR SAMPLE COPY

প্রকৃতি নস্কর

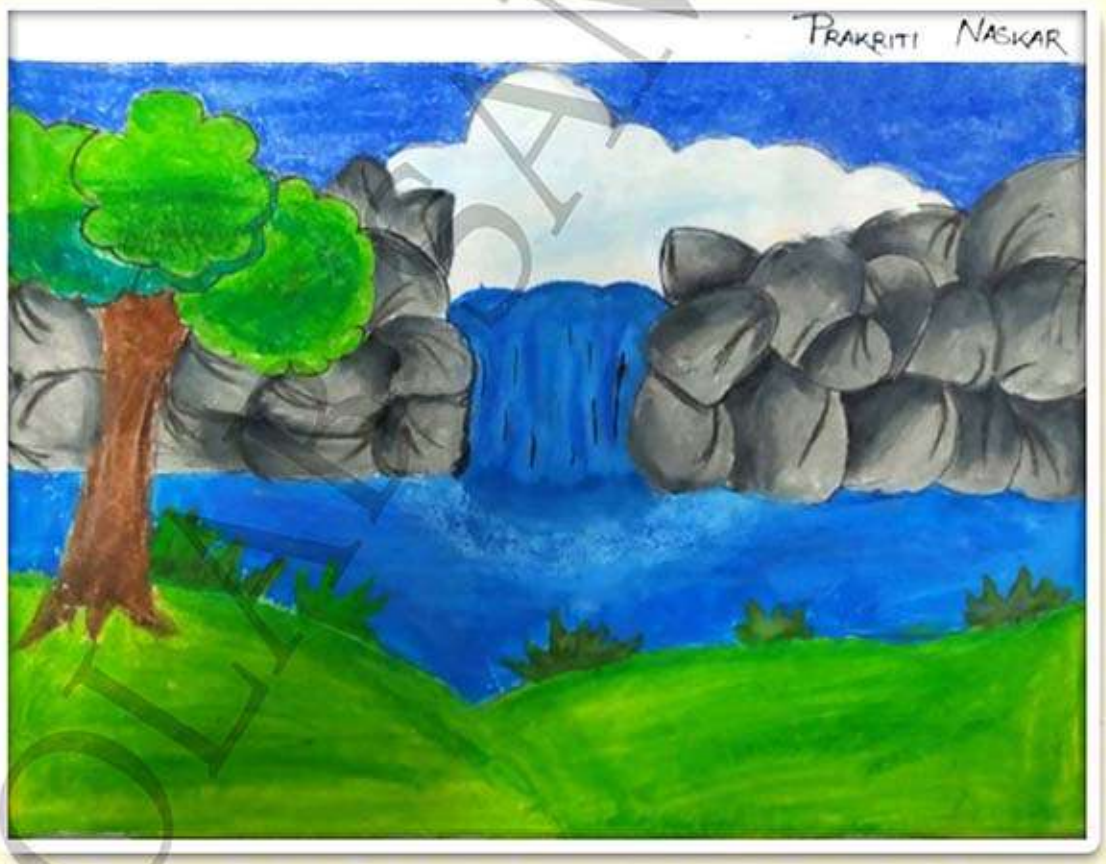

SCANNED COPY

রসনা তৃপ্তি

অদিত্রি দে

রেসিপি- মূলো বাখর

তোমাদের কার কার মূলো খেতে ভালো লাগে জানি না; আমার তো একদম ভালো লাগতো না, কিন্তু এখন মূলো খেতে ভালো লাগে তবে শুধু 'মূলো বাখর' রূপে।

উপকরণ: মূলো, সুজি, হলুদ গুড়ো, লঙ্কা গুড়ো, কসুরি মেথি, ধনে পাতা, সোয়া সস, সিন্থেটিক ভিনিগার, চিনি, নুন, তেল ও আদা রসুন বাটা।

পদ্ধতি: মূলো কিসনিতে ঘষে- ঝুরো করে নিতে হবে। তার পর তাতে নুন মিলিয়ে ঢাকনা দিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে, অন্যদিকে আগুনে কড়াই গরম করে তাতে সুজি দিয়ে হালকা হালকা ভেজে নিতে হবে, ১০ মিনিট পর মূলো নিংড়ে শুকনো করে অন্যপাত্রে নিতে হবে, তারপর তাতে ভাজা সুজি, অল্প সিন্থেটিক ভিনিগার, হলুদ গুড়ো, লাল লঙ্কা গুড়ো, আদা-রসুন বাটা, অল্প কসুরি মেথি, স্বাদ মতো নুন, সামান্য তেল অল্প সোয়া সস ও স্বাদ মতো চিনি দিয়ে ভালো ভাবে মিলিয়ে মেখে নিতে হবে, এবার মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প অংশ নিয়ে ছোট গোল করে হাতের চাপে পছন্দ মতো আকৃতিতে নিয়ে আসতে হবে, তাওয়া গরম করে তাতে এবার তেল ব্রাশ করে নিতে হবে, তারপর ঐ চপ আকৃতির মূলো মিশ্রণ গুলো তাওয়াতে দিয়ে এপিঠ ওপিঠ করে ভেজে নিতে হবে, ভাজার পর সার্ভিং প্লেটে সাজিয়ে উপরে চাট মশলা ছড়িয়ে দিতে হবে, সাজানোর জন্য ধনেপাতা ও ঝিরি ঝিরি করে কাটা গাজর ও লাল বিট ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যস তৈরি আমার পছন্দের 'মূলো বাখর'।

রুই মাছের মুড়োর চচ্চড়ি।

প্রথমে মুড়োটিকে দুটুকরো করতে হয়। তারপর নুন, হলুদ মাখিয়ে তেলে ভাজতে হয়। তারপর পরে মুড়োটিকে ছোট ছোট করে ভেঙে নিতে হয়, তার পর ছাড়িতে যে যে আনাজ দেয় হবে যেমন আলু, বেগুন, পটল, ঝিঙে, বরবটি। এই আনাজ গুলো ছোট ছোট করে কেটে নিতে হয়। তার পর ওই আনাজ গুলো জলে ভালকরে ধুয়ে নিতে হয়। যেই তেলে মুড়ো ভাজা হয়ে ছিল সেই তেলে [illegible] কালজিরের ফোড়ন দিয়ে আনাজ গুলো তেলের মধ্যে দিয়ে একটু ভেজে নিতে হয়। তারপর আনাজ গুলোতে পরিমানমত নুন, হলুদ, জিরের গুঁড়ো আর লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে একটু নেড়ে একটু জল দিতে হয়, তারপর ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ করতে দিতে হয়। কুড়ি মিনিট পর ঢাকাটা খুলে তার মধ্যে মুড়োর টুকরো গুলো আনাজের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়। তারপর পাঁচ মিনিট নেড়ে নিতে হয়। তারপর কড়াটা নামিয়ে দিতে হয়। এই ভাবে মুড়োর চচ্চড়ি তৈরি করতে হয়।

ঈশানী নাগ

নারিকেল নাড়ু

প্রথমে নারিকেলটাকে দুভাগ করে ভেঙে, তারপর নারিকেলটা কুরে নিয়ে, কড়াইটা উনুনে চাপিয়ে তারমধ্যে নারিকেল কোরাটা দিতে হবে। তারপর কড়াইতে এক কাপ চিনি বা ১০০ গ্রাম গুড় দিতে হবে। নিয়ে নাড়তে হবে। চিনিটা গলে গেলে নাড়ু পাকানোর মতো হলে উনুন থেকে কড়াইটা নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিতে হবে। ঠান্ডা হয়ে গেলে গোল গোল করে

নাড়ু পাকিয়ে রাখতে হবে। এই ভাবে নারিকেল নাড়ু তৈরী করতে হয়।

ঈশানী নাগ

SAMPLE COPY

সৃজিতা সাহা

চিকেন স্প্রিং রোল

উপকরণ-> ময়দা, সাদা তেল, জল, বিভিন্ন সব্জি যেমন গাজর, বিনস্, বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, রসুন, ২ চামচ চিনি, নুন স্বাদ অনুসার, ভিনিগার, টমেটো সস, চিকেন

প্রনালী-> প্রথমে নুন, তেল এবং জল দিয়ে ময়দা মেখে নিতে হবে, ময়দার একটা তাল (Dough) তৈরী করতে হবে, সব্জি গুলোকে সরু ও ছোট করে পিস করে নিতে হবে, চিকেনটাকে ছোটো করে পিস করে নিতে হবে, তারপর কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে তাতে সব্জি গুলো এক এক করে দিয়ে দিতে হবে তার কিছুক্ষন পরে চিকেন দিয়ে সব্জির সাথে নেড়ে চাপা দিয়ে নরম হতে দিতে হবে, চাপা খুলে স্বাদ মত নুন, চিনি, সস, ভিনিগার দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিতে হবে, এরপর ময়দার তাল থেকে লেচি কেটে নিতে হবে এরপর লেচিটাকে একটু পাতলাকরে বেলে নিয়ে পুরটা দিয়ে রোলের আকারে মুড়ে নিতে হবে, এরপর অন্য একটি কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে, তেল গরম হলে রোল গুলো ডিপ ফ্রাই করে নিতে হবে, তাহলেই তৈরী হয়ে যাবে গরম গরম স্প্রিং রোল, টমেটোর সস / ধনেপাতার চাটনির সাথে পরিবেশন করুন।

-সৃজিতা সাহা

-শ্রেণী: ৫ বিভাগ ক

পাকা আমের সরবতের রেসিপি

উপকরণ— পাকা আম দুটি, ঘন করা দুধ প্রয়োজন মত, স্বাদ মত চিনি ও বরফের টুকরো।

প্রণালী→ পাকা আমের খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিতে হবে। এরপর টুকরো গুলিকে মিক্সিতে দিয়ে আমের রস বের করে নিতে হবে। এই রসের সঙ্গে প্রয়োজন মত দুধ ও স্বাদ মত চিনি মিশিয়ে ওপরে বরফের টুকরো ভাসিয়ে দিলেই তৈরী হবে সুস্বাদু আমের সরবত।

দেবাঙ্গী আঢ্য

SAMPLE COPY

যাযাবর জীবন

আল্যোয়েনা ঘোষ

২৫.০৯.২১ একটি অদ্ভুত ভ্রমনের অভিজ্ঞতা

আমার তখন বছর "ছয়েক" বয়েস, পুরীতে বেড়াতে গেছি বাবা ও মায়ের সাথে, খুব মজায় আছি, এদিক-ওদিক ঘুরছি, ভালো-মন্দ খাচ্ছি, দারুন মজা, এমনই একদিন সন্ধ্যে বেলায় আমরা পুরীর সমুদ্রের ধার থেকে রিক্সায় করে হোটেলের দিকে ফিরছিলাম, আমি রিক্সায় মায়ের কোলে, এমন সময় হঠাৎ করে একটি ছেলে দূর থেকে খুব জোরে দৌড়ে এসে মায়ের হাত থেকে ব্যাগটি নিয়ে দৌড়ে পালালো, বাবা রিক্সা থামিয়ে তার পেছনে ছুটলো, কিন্তু তাকে ধরতে পারা গেল না। আমরা থানায় গেলাম, কিন্তু চোরকে ধরতে পারা গেল না, ফেরার টিকিট, ক্যামেরা, টাকা পয়সা সব ওই ব্যাগে ছিল, ভীষন বিপদ। তারপর বাবা-মা অনেক কষ্টে নতুন টিকিট করলেন, অবশেষে আমরা কোলকাতায় ফিরলাম, এটি একটি "অদ্ভুত" ভ্রমনের অভিজ্ঞতা হল।

— অ্যালোয়না ঘোষ
শ্রেনী - ৫
বিভাগ - ক
বিষয় - একটি অদ্ভুত ভ্রমনের অভিজ্ঞতা (মেগাজিন)

COLLAB SAMPLE COPY

সৃজিতা সাহা

সৈকতে Celebration

১৬ই ফেব্রুয়ারি ছিল সরস্বতী পূজো সেদিন আমরা পরিবারের সকলে অনেকদিন পর একসাথে মিলিত হই, আর সেদিন সন্ধ্যায় করোনার বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে ঠিক হয় একদিনের সুন্দর ভ্রমণ পরিকল্পনা। ২১ শে ফেব্রুয়ারি ছিল আমার পিসির ২৫ তম বিবাহ বার্ষিকী, আর সেই উপলক্ষ্যে ২০ শে ফেব্রুয়ারি আমরা সপরিবারে পৌঁছে যাই মন্দারমণি।

২০ শে ফেব্রুয়ারি আমরা সকাল ৭ টার সময় যাত্রা শুরু করি মন্দারমণির উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আমরা একটি ধাবায় জলখাবার করি তারপর আমরা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হই, আমরা সকাল ১১ টা নাগাদ পৌঁছে যাই মন্দারমণি আর শুরু হয়ে যায় আমাদের আনন্দ উৎসব, প্রথমেই আমরা হোটেলের ঘরে জিনিসপত্র রেখে নেমে পড়ি সুইমিং পুলে, বেশ কিছুক্ষণ আমরা হইহুল্লোড় করি, তারপর আমরা স্নান সেরে দুপুরে ভাত ডাল পমফ্রেট মাছ, মাংস, আলুভাজা, চাটনি ইত্যাদি দিয়ে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পূর্ণ করি তারপর আমরা সমুদ্র দর্শনে গেলাম সেখানে সমুদ্রের জলে কিছুক্ষণ পা ভিজিয়ে নিলাম, সকলে মিলে ছবি তুললাম দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে শুরু হয়ে গেল সন্ধ্যেবেলার আমার পিসির বিবাহবার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠানের আয়োজন, আগের দিন অর্থাৎ ২০ শে ফেব্রুয়ারি থেকে বিবাহ বার্ষিকী পালন শুরু করে দিই, আমরা সকলে সুন্দর পোষাক পড়ে মিলিত হলাম হোটেলের একটি সুসজ্জিত বাগানে, সেখানে বাগানটিকে আলো দিয়ে ও বিভিন্ন ফুল দিয়ে সাজানো হয়, সন্ধ্যেবেলা আমরা নাচ, গান, গানের লড়াই দিয়ে পিসির বিবাহবার্ষিকী পালন করা শুরু করি, এই ভাবে আমরা একটি সুন্দর সন্ধ্যা কাটাই আমরা ফ্রাইড চাউমিন, চিলি চিকেন, ফ্রায়েড রাইস, আইস-ক্রীম, কোল্ড ড্রিংস ইত্যাদি দিয়ে রাতের খাবার সম্পন্ন করি,

পরেরদিন অর্থাৎ ২১ শে ফেব্রুয়ারি আমরা সকালে প্রাতরাশ সেরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই, রাস্তায় একটু আবার জল পান করে কোলাঘাটে একটি রেস্তোরায় দুপুরের খাবার খাই, সেখানে পিসি ও পিসেমশাই কেক কেটে তাদের ২৫ তম বিবাহ বার্ষিকী আমাদের সকলের সাথে পালন করে, আমরা সকলে পিসি ও পিসেমশাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই, তারপর আমরা দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে সন্ধ্যেবেলা আনন্দ করে বাড়ি ফিরে আসি।

– সৃজিতা সাহা শ্রেণী: ৫
বিভাগ: ক বিষয়: ভ্রমণ কাহিনি

SAMPLE COPY

পাঁচফোড়ন

মাবেশা দাস

বিরাট খবর

(1) বিশ্বের সবথেকে লম্বা গোঁফ। রাজস্থানের জয়পুর নিবাসী রামসিংহ চৌহান, এই গোঁফের মালিক।- গোঁফজোড়া কত লম্বা জানো?..... ১৪ ফুট !!!!!!

(2) বিশ্বের সবথেকে লম্বা জিহ্বা কার জানো? আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া নিবাসি Nick Stoeberl।- তাঁর জিহ্বা ১০.১০ সেমি লম্বা !!!!

(3) ইনি হলেন আমেরিকার Lee Redmond।- তাঁর দুই হাতের নখগুলি লম্বায় ২৮ ফুট ৪ ইঞ্চি।- ১৯৭৯ সাল থেকে Lee তাঁর নখ বাড়িয়ে চলেছেন।- খুব সাবধান !!!!

(4) ইনি কে বলো তো? ইনি ইটালীর Mehmet Özyürek।- এঁর নাক বিশ্বের সবথেকে লম্বা নাক।- লম্বায় ৮.৮ সেমি !!!

(৫) পৃথিবীর বৃহত্তম স্থলচর African Bush Elephant।- এদের ওজন ৬০০০ কিলোগ্রাম।- আর উচ্চতা ৪.৬ মিটার।- দেখো কেউ একে মোটা বোলো না।- রেগে গিয়ে তাড়া করতে পারে !!!

(৬) এটা অনেকেই জানো হয়তো, পৃথিবীর সবথেকে বড় পাখি হলো Ostrich বা উটপাখি।- একটি পুরুষ উটপাখি ৯ ফুট লম্বা ও ২৮০ পাউন্ড ওজন হয় এবং স্ত্রীপাখি ৬ ফুট ও ২০০ পাউন্ড হয়।-

(7) General Sherman —
পৃথিবীর সবথেকে লম্বা গাছ।- এর উচ্চতা ১৪৮৭ কিউবিক মিটার।- মানে ২৬ তলা বাড়ির সমান !!!!

(8) Rafflesia Arlondii —
পৃথিবীর বৃহত্তম ফুল। এর diameter (ব্যাস) হল ৩ ফুট এবং এর perimeter (পরিধি) ১০-১৩ ফুট।- এই একটি ফুলের ওজন ১০-১২ কেজি।- এটি ইন্দোনেশিয়াতে পাওয়া যায়।- কেউ কি খোঁপায় লাগাবে ???

{* তথ্যসূত্র — উইকিপিডিয়া}

মাবেশ্বা দাস
পঞ্চম শ্রেণী
বিভাগ – ক

অহনা দাস

লাল নীল সবুজেরই মেলা বসেছে

লাল নীল সবুজেরই মেলা বসেছে
লাল নীল সবুজেরই মেলা রে ।
আয় আয় আয় রে ছুটে
খেলবি যদি আয়
নতুন সে এক খেলা রে ।।

বেলুন চড়ে চল চলে যাই
রূপকথারই রাজ্যে
পায়রা হুতুম হুতুম পেঁচা
সঙ্গে যাবে আজ যে ।
হাইয়ো হাঁই
আয়রে লোই
ভাসাই মেঘের ভেলা রে ।
আয় আয় আয় রে ছুটে
খেলবি যদি আয়
নতুন সে এক খেলা রে ।।

লাল নীল সবুজেরই মেলা বসেছে
লাল নীল সবুজেরই মেলা রে ।।
আয় আয় আয় রে ছুটে
খেলবি যদি আয়
নতুন সে এক খেলা রে ।।

যদি মানুষ গুলো ফুল হত রে
মজা হত তাইনা ?
তোরাই যে সব ছোট্ট কুঁড়ি
আর কিছু তো চাইনা ।।
তোদের নিয়ে কাটুক না হয়
আমার গানে বেলা রে ।।

গায়ক - মান্না দে

SAMPLE COPY

সৈকরূপা পল্লে

ধাঁধা

১) আমি সবসময় তোমার চোখের সামনে উঠি আর বসি কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে পাওনা, আমি কে?

২) একজন ব্যক্তি তার জীবনে কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশিবার চোখে?

৩) এমন কী জিনিস আছে যা সবসময় আমাদের সামনেই থাকে তাকে আমরা দেখতে পাই কিন্তু ধরতে পারিনা-?

৪) কোন জিনিসের জন্য সমুদ্রতে কিন্তু থাকে আমাদের সকলের ঘরে?

৫) হাত আছে কোমর থেকে পা পর্যন্ত কাটা আস্ত মানুষ গিলে খায় বুক তার ফাটা

৬) বছর থেকে কত বাদ দিলে কত থাকে?

সৃজিতা সাহা

ধাঁধা (riddles)

ধাঁধা: আমি যখন ছোটো তখন আমি লম্বা, এবং যখন আমি বৃদ্ধ তখন আমি ছোটো আমি কী?
উত্তর: ______

ধাঁধা: কি উপরে যায় কিন্তু কখনও নিচে আসে না?
উত্তর: ______

ধাঁধা: কিছু শুকানোর সময় কি ভিজে যায়?
উত্তর: ______

ধাঁধা: এটি যত বেশি আপনি তত কম দেখতে পাবেন, এটা কী?
উত্তর: ______

ধাঁধা: গতকালের আগে আজ কোথায় আসে?
উত্তর: ______

১) মোমবাতি, ২) বয়স, ৩) তোয়ালে, ৪) অন্ধকার, ৫) অভিধান

– সৃজিতা সাহা
– শ্রেণী-৫ বিভাগ- ক

COLAB SAMPLE COPY

মাবেশা দাস

বাংলার কারুকৃৎ

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।"

বাংলা সত্যিই ভারতের একটি সোনার রাজ্য। ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষা সবেতেই গৌরবময় বাংলা। সেইরকমই বাংলার একান্ত নিজস্ব কিছু হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প আছে যা জগৎ বিখ্যাত।

কিন্তু এই সুন্দর শিল্পগুলি আজ সংকটে। এই পত্রিকার পাঠকদের অনুরোধ আসুন আজ বাঙ্গালি হিসাবে আমরা আমাদের বাংলার শিল্প ও শিল্পীদের সাহায্য করি, এদের বাঁচিয়ে রাখি। সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

মাবেশা দাস,
পঞ্চম শ্রেণী
'ক' - বিভাগ

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা

বাংলার পটচিত্র

বর্ধমানের কাঠপুতুল

বাংলার তাঁত শিল্প
ফুলিয়া, শান্তিপুর, ধনিয়াখালি.

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল.

মেদিনীপুরের মাদুর শিল্প

শুধু তোমাদের জন্য

শ্রীমতি পৌষালী ব্যানার্জী

ছোটোদের সাথে

হয়ত রয়েছি তোমাদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে,
তবুও আমরা একসাথে বাঁধা আছি মিলনের সুরে।
একই নরেন্দ্রপুর পরিবার মাঝে রয়েছি আমরা জড়িয়ে,
মনের অন্তরঙ্গতো আছে, মোটেও যায়নি হারিয়ে।
এখন দেখতে পারছিনাকো তোমাদের কাছ থেকে
সম্পর্ক রাখছি শুধু, অনলাইন ক্লাস ডেকে।
এক একটি ক্লাস এখন, যেন বড় অপেক্ষিত,
প্রভুকে প্রার্থনা করি, সবাই থাক সুরক্ষিত।

জানিনা সবার এ দূরত্ব, ঘুচবে কবে থেকে
করোনা এখন পৃথিবীতে, বসে রয়েছে জেঁকে।
"কোভিড" রোগের ভয়তে, আজ আমরা পীড়িত,
মিলনের দিন এলে, জগৎ হবে উল্লসিত।
তোমাদের কলরব, খেলা হাঁসি নাচ গান,
ভরে তুলুক আবার, আমাদের স্কুল প্রাঙ্গন।

পৌষালী মিস

COLLAB SAMPLE COPY